মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার ২ এজেন্ট আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট চ্যানেল পরিচালনার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ। শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট তাদের গ্রেপ্তার করে।

আটক দুজন হলেন মেহেরপুরের গোপালপুর গ্রামের আশিক ও স্বপন। তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়া সাইট মোস্ট বেটের সাব এজেন্ট চ্যানেল উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকালে আশিক ও স্বপনকে কোটিপতিদের গ্রাম বলে খ্যাত কোমরপুরের ঈদগাহ তলা পাড়ার একটি সেলুন (চুল কাটার দোকান) থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আশিক পুলিশ সদস্য।

বিস্তারিত আসছে…

চুয়াডাঙ্গায় ১৪টি স্বর্ণের বার সহ দর্শনার ৩ চোরাচালানীন আটক করেছে বিজিবি

চুয়াডাঙ্গায় ১৪টি স্বর্ণের বার সহ ৩ জন পাচারকারীকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র জওয়ানরা। মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় এ ঘটনা ঘটে।
চুয়াডাঙ্গাস্থ ৬ বিজিবি’র অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মাদ জাহিদুর রহমান পিবিজিএম, পিএসসি এদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে জানান, একদল চোরাকারবারী কর্তৃক চুয়াডাঙ্গা শহরে অবস্থিত চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন এলাকা দিয়ে স্বর্ণ চোরাচালান হবে মর্মে প্রাপ্ত বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে তার নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স

সহ বিকাল সাড়ে চারটার দিকে তিনি চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশন এলাকায় অবস্থান নেন। এ সময় বিজিবি টহলদল ট্রেন থেকে নামা কয়েকজনকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখলে তাদেরকে গতিরোধ করে।

পরবর্তীতে উক্ত ব্যাক্তিরা সেখান থেকে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে টহল দল তাদেরকে ধাওয়া করে ৩ জনকে আটক করতে সক্ষম হয়। বিজিবি সশস্ত্র টহল দল কর্তৃক আটককৃত ৩ জন হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভাধীন শ্যামপুর গ্ৰামের মমিন মিয়ার ছেলে জাকিরুল ইসলাম (২৮) ও রাজিবুল ইসলাম (২৫), এবং একই গ্ৰামের মজিবুর রহমানের ছেলে সোলায়মান হোসেন (২২)।

এ সময় জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তাদের কাছে লুকায়িত স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো অবস্থায় ১ কেজি ৬৩০ গ্রাম (১৩৯.৭৫ ভরি) ওজনের ১৪টি স্বর্ণের বার এবং ৩ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

এ ব্যাপারে নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমান, পিবিজিএম বাদী হয়ে আটক চোরাকারবারীদের চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় সোপর্দ করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এছাড়া জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করা হয়েছে

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩ জন আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পুলিশের অভিযানে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩ জন আটক হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাতে দৌলতপুর উপজেলার হোগলবাড়ীয়া ইউনিয়নের জয়রামপুর এলাকায় চেক পোষ্ট বসিয়ে অস্ত্র ও গুলিসহ তাদের আটক করা হয়।।

আটককৃতরা হলো কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানার দুর্বাচরা এলাকার আব্দুল হাকিম ওরফে আকমলের ছেলে মো.

আশিকুজ্জামান (৩২), একই এলাকার মো. শহিদুল ইসলামের ছেলে মো. আবু জাফর (৩২) ও রবিউল সরদারের ছেলে মো. রাসেল হোসেন (২৫)।

দৌলতপুর থানা পুলিশ সূত্র জানায়, কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কের জয়রামপুর এলাকায় পুলিশের অস্থায়ী চেক পোষ্টে তল্লাশী অভিযান চলাকালে একটি সিএনজি থামিয়ে তাতে তল্লাশী চালানো হয়। এসময় সিএনজিতে থাকা যাত্রী বেশে মো. আশিকুজ্জামান,নমো. আবু জাফর ও মো. রাসেল হোসেনকে ১টি বিদেশি পিস্তল, ৬ রাউন্ড গুলি ও ১টি ম্যাগজিনসহ আটক করে পুলিশ।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) মো. নাজমুল হুদা বলেন, প্রতিদিনের ন্যায় পুলিশি চেক পোষ্টে একটি সিএনজিতে ৩জন যাত্রীবেশে অস্ত্র পাচারকালে পুলিশের সন্দেহ হলে তাতে তল্লাশি চালানো হয়। এসময় তাদের কাছে থেকে অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় থানায় অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩ জন আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পুলিশের অভিযানে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩জন আটক হয়েছে।

গত শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) রাতে দৌলতপুর উপজেলার হোগলবাড়ীয়া ইউনিয়নের জয়রামপুর এলাকায় চেক পোষ্ট বসিয়ে অস্ত্র ও গুলিসহ তাদের আটক করা হয়।।

আটককৃতরা হলো কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানার দুর্বাচরা এলাকার আব্দুল হাকিম ওরফে আকমলের ছেলে মো. আশিকুজ্জামান (৩২), একই এলাকার মো. শহিদুল ইসলামের ছেলে মো. আবু জাফর (৩২) ও রবিউল সরদারের ছেলে মো. রাসেল হোসেন (২৫)।

দৌলতপুর থানা পুলিশ সূত্র জানায়, কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কের

জয়রামপুর এলাকায় পুলিশের অস্থায়ী চেক পোষ্টে তল্লাশী অভিযান চলাকালে একটি সিএনজি থামিয়ে তাতে তল্লাশী চালানো হয়। এসময় সিএনজিতে থাকা যাত্রী বেশে মো. আশিকুজ্জামান,নমো. আবু জাফর ও মো. রাসেল হোসেনকে ১টি বিদেশি পিস্তল, ৬ রাউন্ড গুলি ও ১টি ম্যাগজিনসহ আটক করে পুলিশ।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) মো. নাজমুল হুদা বলেন, প্রতিদিনের ন্যায় পুলিশি চেক পোষ্টে একটি সিএনজিতে ৩জন যাত্রীবেশে অস্ত্র পাচারকালে পুলিশের সন্দেহ হলে তাতে তল্লাশি চালানো হয়। এসময় তাদের কাছে থেকে অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় থানায় অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।

মুজিবনগরের জমি সংক্রান্তের জের ৩ জন আহত: আটক ২

মেহেরপুরের মুজিবনগরে জমিজমা সংক্রান্তের জের ধরে খুন করার উদ্দেশ্যে হাসুয়ার কোপে তিনজনকে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামের হেকমত আলীর ছেলে মিয়ানুল ইসলাম (৫০), আসাদুল ইসলাম (৫৮), হাবিবুর রহমান (৪৭) কে গুরুতর জখম। এ সময় স্থানীয় ও পরিবারের লোকেরা উদ্ধার মুজিবনগর সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তি করে।

পরে এ ঘটনায় আহত ব্যক্তির ভাই অষ্টমুল ইসলাম বাদী হয়ে আমানুল ইসলাম আমানকে এক নম্বর আসামি করে ১৭ জনের নামে মুজিবনগর থানায় মুজিবনগর থানায় মামলা দায়ের করেন।

বাকী আসামীরা হলেন, বিশ্বনাথপুর গ্রামের মৃত আজেহারের ছেলে রবি (৫০), আশা (৫১), মৃত গকুলের ছেলে মোঃ মান্নান (৪২), মোঃ আল আমিন (২৫), মোঃ আমানুল ইসলাম (আমান), মোঃ কিতাব (৫৫), মোঃ জিনারুল (৫৭), মোঃ ইজারুল (৫২), মোঃ আবুল হোসেন (৬০), আবুল হোসেনের ছেলে নাজমুল (৪০), আয়ূবের ছেলে মোঃ ফরিদুল ইসলাম (৪৮),

দাউদ মালের ছেলে মোঃ ইদ্রিস (৬০), মোঃ বাদশা (৪৫), কাশেমের ছেলে মোঃ হাবিবুর (২৫), হায়াতের ছেলে মোঃ ভাষান (৩৫), মৃত; ইমান আলীর ছেলে মোঃ মহত আলী (৬০) ও মহত আলীর ছেলে মোঃ মতি (৩৮)।

পরে আজ শনিবার সকালে অভিযোগের প্রেক্ষিতে আসামিদের মধ্যে আবুল হোসেন ও হাবিবুর রহমানকে আটক করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বাদি এজাহারে উল্লেখ করেন, আমাদের সাথে আসামী পক্ষের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ থাকায় শনিবার ভোর রাতে আমরা কয় ভাই ফজরের নামাজ পড়তে গেলে আমাদের খুন করার উদ্দেশ্যে বিশ্বনাথপুর কদম তলায় লাঠি, দা, হাসুয়া নিয়ে আসামীরা অবস্থান করেন। এমন সময় মসজিদ থেকে বের হওয়ার পরে তারা আমার ভাই হাবিবুর রহমানকে দেখতে পেলে আমানুল ইসলাম (আমান) আমার ভাইকে হাসোয়া দিয়ে কোপ মারতে গেলে হাত দিয়ে হাসোয়া ঠেকানোর সময় তার হাতে কোপ লাগে। এ সময় তার বাকি সঙ্গীরা আমার ভাইদের উপর লাঠি দিয়ে এলোপাতরি মারপিট শুরু করে। এতে করে আমার তিন ভাই গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে নিয়ে আসি।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, মারপিটের ঘটনায় ১৭ জনের নামে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা দুজনকে আটক করেছি। বাকি আসামীদের ও দ্রুত গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে ফেনসিডিলসহ স্কুল শিক্ষক আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ১৫ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বপন আলী নামের এক স্কুল শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) সকালে গাংনীর বামন্দী ইউনিয়নে নিশিপুর সড়কে তাকে আটক করা হয়। এসময় শিক্ষক স্বপন আলীর মোটরসাইকেল তল্লাশী করে ১৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে পুলিশ। আটককৃত স্বপন

আলী ভবানীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও কাজীপুর গ্রামের মৃত নবীর উদ্দিনের ছেলে।

গাংনী থানা পুলিশের এএসআই কালাম বলেন, বামন্দী নিশিপুর এলাকায় ফেনসিডিল পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নিশিপুর এলাকা থেকে ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করা হয়। এসময় ১৫ বোতল ফেনসিডিল ও পাচার কাজে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বাণী ইসরাইল আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটককৃত স্বপন আলীকে মাদক মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ট্রান্সফরমার চুরির মামলায় আটক ১

দামুড়হুদায় ট্রান্সফরমার চুরির মামলায় আজগর আলী নামে ১ জনকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুর ১টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হুদাপাড়া গ্রামবাসী তাকে আটক করে।

পরবর্তীতে আটকের বিষয়টি দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীরকে জানানো হলে কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ি ইনচার্জ এস আই নিয়ামুল তাকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হুদাপাড়া গ্রাম থেকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়ে আসে।

আটককৃত এজাহার নামীয় ১ নং আসামি হল কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের শিবনগর গ্রামের মৃত আজমত আলীর ছেলে আজগর আলী (৩৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের শিবনগর গ্রামের আলিহিম মন্ডলের ছেলে সাইফুল ইসলাম (৫১), বাদী হয়ে দামুড়হুদা থানাধীন শিবনগর মৌজাস্থ সেজোতলার মাঠ, শিবনগর হতে ০৬ (ছয়) টি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের মধ্যে থাকা তামার কয়েল সহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ, মূল্য আনুমানিক ৪,০৫,০০০/- (চার লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা চুরি করার অপরাধ উল্লেখ করে এজহার

নামীয় ধৃত ১। নং আসামি আজগর আলীসহ ৭ জনের নাম উল্লেখ্য করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি এজহার দায়ের করেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর বলেন ট্রান্সফরমার চুরির মামলায় এজাহার নামীয় ১ নং আসামি আজগর আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে আগামীকাল বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দর্শনা সীমান্তে ৯ টি স্বর্নের বারসহ শ্যামপুর গ্রামের রুহুল আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা মূল্যের ৯ টি স্বর্নের বারসহ দর্শনা শ্যামপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে রুহুল আমিনকে (২১)আটক করা হয়েছে।

বিজিবি জানায় আজ রবিবার ৮ ডিসেম্ভর দুপুর আড়াইটার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসির নেতৃত্বে অভিযান চালায় দামুড়হুদার ডুগডুগি বাজারের পাকা রাস্তার উপর। এ সময় দর্শনা বিওপি’র টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমান, পিবিজিএম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ সীমান্তের পিলার ৭৭/২-এস হতে আনুমানিক ০৫ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ডুগডুগি বাজার পাঁকা রাস্তার পার্শ্বে এ্যাম্বুশ করে। সে সময় বিজিবি সন্দেহভাজন একজন ব্যক্তিকে মোটরসাইকেল যোগে উক্ত এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে তাকে গতিরোধ করে। পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি পলায়নের চেষ্টা করলে টহল দল তাকে ধাওয়া করে মোটরসাইকেলসহ রুহুল আমিনকে আটক করে। পরে তার মোটরসাইকেলের অভিনব কায়দায় লুকানো হেড নাটের কভারের মধ্যে কালো স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় আনুমানিক ১ কেজি ১৭৮ গ্রাম ওজনের ৯টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে। যার আনুমানিক মৃল্য ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

আটককৃত আসামীকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর পূর্বক জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় দর্শনা বিওপি’র টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমান বাদি হয়ে রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

অপরদিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) অধিনস্থ মুজিবনগর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্তের মেইন পিলার ১০৮/৩-এস হতে আনুমানিক ২০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাজিরাকোনা মাঠের মধ্যে হাবিলদার মোঃ রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৩৬ পিস ভারতীয় শাড়ী, ১৫ পিস থ্রীপিছ এবং ২৯ পিস শাল চাদর আটক করতে সক্ষম হয়। যার আনুমানিক মৃল্য ১০ লাখ টাকা।

গাংনীতে ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

১০০ পিচ ইয়াবাসহ দুই মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামের জামসেধ আলীর ছেলে মোঃ শহিদুল ইসলাম (৩৭) ও চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গ উপজেলার হাঁপানিয়া গ্রামের ইকরামুল হকের ছেলে সুইট (২৮)।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, আজ বুধবার (৪ ডিসেম্বর) ভোররাতের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে নেতৃত্বে এসআই (নি:) আশরাফুল ইসলাম ও সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ গাংনী উপজেলার জলশুকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামী শহিদুল ইসলাম শিক্ষকতা

পেশার অন্তরালে মাদক ব্যবসা করে আসছিলো।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিজিবির হাতে ৪৭ জন আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৪৭ জন আটক করেছে মহেশপুর বিজিবি ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)। গতকাল শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) দিনভর ৫৮ বিজিবি’র বেশ কয়েকটি আভিযানিক দল সুগঠিত হয়ে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে রাতভর মহেশপুর উপজেলার মাটিলা, খোসালপুর, পলিয়ানপুর, বাঘাডাংগা, শ্যামকুড় এবং লড়াইঘাট সীমান্ত এলাকায় বেশ কয়েকটি স্থানে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে এই আটক করা হয়।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন ৫৮ বিজিবি মিডিয়া সেলের পরিচালক আজিজুস শহীদ স্বাক্ষরিত এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি বিশেষ অভিযানে ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধ ভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা কালে সর্বমোট ৪৭ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে।

আটককৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ১২ জন নারী, ১৯ জন পুরুষ এবং ১৬ জন শিশু রয়েছে। আটককৃত ব্যক্তিরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা। আটককৃতদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি ইতোপূর্বেও ৫৮ বিজিবির টহল দলের নিকট ধরা পড়েছিলেন। আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করেন, চলতি নভেম্বর ২০২৪ মাসে সর্বমোট ৩৩১ জনকে এবং গত ০৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মহেশপুর ব্যাটালিয়ন বা ৫৮ বিজিবি কর্তৃক আটককৃত অবৈধ পারাপারের সময় আটক হওয়া ব্যাক্তিদের সংখ্যা হলো-বাংলাদেশী নাগরিক-৮৮৫ জন, ভারতীয় নাগরিক-২৮ জন, মায়ানমার রোহিঙ্গা নাগরিক-

২০ জনসহ সর্বমোট আটককৃ দের সংখ্যা ৯৩৩ জন। এই সংখ্যার মধ্যে একজন প্রাক্তন মন্ত্রী, বেশ করেকজন ছাত্রলীগ ক্যাডার, ৩ জন জেল পলাতক আসামী, ১ জন আনসার বিদ্রোহের সক্রিয় সদস্য, কয়েকজন একাধিক মামলার আসামী এবং ০১ জন ভারতীয় পুলিশ সদস্য রয়েছে বলে জানান।